লিপি
শিলিগুড়ি, রবিবার, ৩০ এপ্রিল, ২০১৭
Siliguri·Sunday·April 30, 2017
Arthik Lipi, page 7

ছাত্র বদল করে পঠনপাঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ রাজ্য সর্বশিক্ষা অভিযানের অঙ্গ হিসাবে হুগলির আরামবাগ ব্লকের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে 'টুইনিং অফ স্কুল প্রোগ্রাম'। এই কর্মসূচিতে এই ব্লকের দুটি স্কুল অংশগ্রহণ করছে। এগুলি হল আরামবাগ হাইস্কুল এবং গোলতা হাইস্কুল। আরামবাগ হাইস্কুলটি মফঃস্বল শহরে এবং গোলতা হাইস্কুলটি গ্রাম্য এলাকায় অবস্থিত। তাই এই দুই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ঘটিয়ে বৌদ্ধিক বিকাশের উন্নতির জন্য এই কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে ২৬ এপ্রিল থেকে। চলবে ৪ মে পর্যন্ত। মূলত স্কুলের সিলেবাসের বাইরে পারিপার্শ্বিক জ্ঞান আরও বাড়ানোর জন্য এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে। গোলতা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সমীর কুমার পাত্র জানান, এই দুটি স্কুল ৩০জন করে ছাত্রছাত্রী বিনিময়ের মাধ্যমে পঠনপাঠন ও অন্যান্য শিবিরে যোগদান করছে। এর জন্য দুটি স্কুলেরই অষ্টম শ্রেণি থেকে ছাত্রদের বেছে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উভয় স্কুলেরই দুজন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা অন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিচ্ছেন।

গোলতা হাইস্কুলে পাঠ নিচ্ছে আরামবাগ হাইস্কুলের ছাত্ররা। ছবি- অভিজিৎ মুখার্জী

এরফলে এক স্কুলের ছাত্ররা অন্য স্কুলের পরিবেশ সম্পর্কে অনেক কিছু নতুন তথ্য জানতে পারছে। যেমন আরামবাগ হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মিনাজ চৌধুরী ও প্রবীণ দত্ত জানাল, এই কর্মসূচিতে সুযোগ পেয়ে খুব ভালো লাগছে। অনেক কিছু নতুন জিনিস জানতে পারছি। যেমন আমাদের স্কুলে স্কুল শুরু হওয়ার আগে শুধু প্রার্থনা হয়। কিন্তু এখানে দেখলাম প্রার্থনার পাশাপাশি আরও অনেক কিছু ব্যবস্থার রয়েছে। অন্যদিকে গোলতা হাইস্কুলের ছাত্র সেখ রাজিবুল ইসলাম জানায়, নিজেদের স্কুলের ছাত্রদের মতোই আরামবাগ হাইস্কুলের ছাত্রদেরকেও আপন বলে মনে হচ্ছে। ওদের কাছ থেকে জানতে পারছি শহরে নাকি মাঝে মাঝেই পথদুর্ঘটনা ঘটে। তাছাড়া ওখানে অনেক ভালো ভালো ফাস্ট ফুড পাওয়া যায়। যদিও ওই বন্ধুরা জানিয়েছে ওইসব খাবার খুবই ক্ষতিকারক। অন্যদিকে গোলতা হাইস্কুলে উপস্থিত থাকা আরামবাগ হাইস্কুলের শিক্ষক শুভেন্দু পাল জানালেন, এই শিবিরের মধ্যে দিয়ে অন্য এলাকার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো হচ্ছে। শহরের ছাত্ররা গ্রামের ছাত্রদের সম্পর্কে এবং গ্রামের ছাত্ররা শহরের ছাত্রদের সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। শনিবার গোলতা হাইস্কুলে পঠনপাঠন করাচ্ছিলেন শিক্ষক সুশান্ত পাল। তিনি এদিন লোকসংস্কৃতি এবং বাউল গানের উপর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ দেন। নতুন শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে খুবই খুশি আরামবাগ হাইস্কুলের ছাত্ররা। এছাড়াও এদিনের ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় চাষী সুশীল ঘোষ। তিনি এদিন শহরের ছাত্রদের আমন ধান, বোরো ধান সহ বিভিন্ন ফসল সম্পর্কে ধারনা দেন। কীটনাশক ও রাসায়নিক সার কম ব্যবহার করে যে ভালো ফসল ফলানো সম্ভব তাও তিনি উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের জানান।

এই কর্মসূচী সম্পর্কে গোলতা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক সমীরকুমার পাত্র বলেন, এধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমে একদিকে যেমন শহরের ছেলেরা গ্রাম সম্পর্কে পরিচিত হতে পারছে, তেমনি অন্যদিকে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা শহরের শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা পাচ্ছে। এভাবে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৌদ্ধিক ও মানবিক চেতনার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে। এধরনের কর্মসূচী যত বেশি করে পালিত হবে ছাত্রছাত্রীরা তত বেশি করে সমৃদ্ধ হবে।

২৬ বছর পর গাজন উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ দীর্ঘ ২৬ বছর পর হুগলির গোঘাট থানার বেঙ্গাই গ্রামে শ্রীশ্রী শ্যামরায় ধর্মঠাকুরের বারমতি গৃহভরণ গাজন উৎসবের সূচনা হল। সর্বতীর্থময়ী গঙ্গাদেবীর প্রথম মর্ত্যে অবতরণের পুণ্যতিথি শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ধর্মঠাকুরের উপস্থিতিতে এই উৎসব চলবে আগামী ২৭ বৈশাখ পর্যন্ত। এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে শেওড়াফুলির নিমাইতীর্থর ঘাট থেকে ৩০০জন মহিলা গঙ্গাজল নিয়ে আসেন। চলে সারাদিন পুজোপাঠ এবং নানা অনুষ্ঠান। এই উৎসবে ১২টি ধর্মঠাকুরের সমাবেশ ঘটবে। বিভিন্ন নামে কোথাও শ্যামরায়,

গোঘাট

কোথাও যাত্রাসিদ্ধি ইত্যাদি ১২টি নামে তিনি পরিচিত। ১৭ বৈশাখ বিতর্কিত ব্রাহ্মণ রামাই পণ্ডিতকে কেন্দ্র করে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি শূন্যপুরাণ গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তিনি একজন ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী চরিত্রের মানুষ ছিলেন বলে জানা যায়। উৎসব কমিটির পক্ষে অধিবাস কুণ্ডু জানান, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বেঙ্গাই গ্রামে রীতিমতো মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মিতভাবে প্রতিটি ৩-৪ হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। ২৩ বৈশাখ থেকে গাজন শুরু হবে। ২৬ তারিখ দিন গাজন, ২৭ তারিখ মুক্তহাঁড়ি ও ধর্মযজ্ঞ বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে।

ভাবাদিঘিতে তৃণমূলের মিছিল ৭ মে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ ৭ মে হুগলির গোঘাটের উদয়পুর থেকে ভাবাদিঘি পর্যন্ত একটি মিছিলের আয়োজন করার জন্য গোঘাট বিধায়ক অফিসে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন বিধায়ক মানস মজুমদার। ওই মিছিলে উপস্থিত থাকবেন তৃণমূল সর্বভারতীয় নেতা তথা সংসদ মুকুল রায়, মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। এই মিছিলকে সফল করার জন্য গোঘাটের দুটি ব্লকে তৃণমূল নেতাদের নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় বিধায়ক অফিসে। উপস্থিত ছিলেন নারায়ণ পাঁজা, মনোরঞ্জন পাল, প্রদীপ রায়, শান্তিনাথ রায়, তপন মণ্ডল, চঞ্চল রায়, ফরিদ খান, সাহাবুদ্দিন খান প্রমুখ।

গোঘাটে ভ্যানচালকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম অসীম দাস (২৭)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের আগাই গ্রামে। শনিবার সকালে গোঘাটের খাঁদিঘি-পান্না রাস্তার ধারে নরসিংহবাটীর কাছে নয়নজুলিতে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জানা গেছে, অবিবাহিত অসীম ইঞ্জিন ট্রলি ভ্যানের চালক। তিনি শুক্রবার রাতে গোঘাটের উপরশালঝাড় গ্রামে শীতলা পুজো উপলক্ষ্যে গিয়েছিলেন। রাত্রি ১২টা নাগাদ সেখান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু তার পর আর বাড়ি ফেরেননি।

এরপর স্থানীয় মানুষ শনিবার সকালে ওই নয়নজুলিতে তাঁর মৃতদেহ দেখতে পান। পাশেই পড়েছিল তাঁর ইঞ্জিন ভ্যানটি। প্রাথমিক অনুমান, উল্টো দিক থেকে আসা কোনও ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে গোঘাট থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ এক অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম নন্দলাল পাত্র (৭৭)। শুক্রবার রাতে তিনি খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়েছিলেন। পরিবারের লোকে শনিবার সকালে উঠে দেখেন তিনি বাড়ির মধ্যেই দলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন। এরপরে পুলিশ খবর পেয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর হাসপাতালে পাঠায়। ওই বৃদ্ধের বাড়ি হুগলির তারকেশ্বরের তালপুর গ্রামে।

ট্রেনের সামনে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ রেললাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পুরশুড়ার তোকিপুর রেলস্টেশনে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই যুবকের নাম সুখেন্দু বেরা (২৫)। বাড়ি হুগলির পুরশুড়ার বৈঠা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে গোঘাট-হাওড়া ডাউন ট্রেন যখন তোকিপুর রেলস্টেশনে পৌঁছায় তখন সুখেন্দু রেললাইনে ঝাঁপ দেয়। এই ঘটনায় রেলে কাটা পরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মানসিক অবসাদের জেরে তিনি রেললাইনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যবরণ করেছেন বলে স্থানীয় মানুষেরা মনে করছে।

শরীরচর্চায় মন দিল আরামবাগ পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ কিছুদিন আগেই হাইকোর্টের বিচারপতি প্রশ্ন তুলেছেন পুলিশের এত ভুঁড়ি কেন? এরপরেই তিনি পুলিশের ভুঁড়ি কমানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ বেশি ভুঁড়ি থাকলে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাই পুলিশের অবশ্যই শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। আর তারই জেরে এবার নড়েচড়ে বসল আরামবাগ থানা। আরামবাগ থানার আইসি অলোকরঞ্জন মুন্সীসহ থানার অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা শুক্রবার থেকে বিশেষ শরীরচর্চা শুরু করেছেন। আরামবাগের পারুল স্পোর্টস্ কমপ্লেক্সে হাজির হয়ে কখনও তাঁরা ফুটবল নিয়ে ছোটাছুটি করছেন কখনও প্যারেড বা পিটি করছেন। আইসি অলোকরঞ্জন জানালেন, কিছুদিন আগে পুলিশের ফিজিক্যাল ফিটনেস বাড়াতে উচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে। তাই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিদিন সকাল ও বিকাল এধরনের শরীরচর্চা চলবে। বিশেষ করে যাঁদের শরীরে মেদের পরিমাণ বেশি তাঁদের জন্যই এই কর্মসূচী।

ইচ্ছাপূরণ ঃ পথচারীদের মিষ্টি, জল গৃহবধূর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ স্বামী মিলিটারিতে চাকরি করতেন। আজ এখানে তো কাল ওখানে। তাই স্ত্রী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন স্বামী যদি ভালোভাবে বাড়ি ফেরেন তাহলে একটা শুভ দিন দেখে গ্রীষ্মের দুপুরের পথচারীদেরকে সরবত ও মিষ্টি খাওয়াবেন। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর স্বামী চাকরি জীবন শেষ করে সুস্থ শরীরে বাড়ি ফেরেন। তাই পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিনকে পুণ্যদিন হিসাবে বেছে নেন। ২০১৬ সালের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হুগলির পুরশুড়ার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের রানু সামন্ত ও তাঁর স্বামী যুধিষ্ঠির সামন্ত পরিবারের লোকজনকে নিয়ে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে পথচারীদেরকে মিষ্টি, জল খাওয়ান। গত বছরের মতো এবছরও তিনি ও তাঁর স্বামী ছাড়াও ভবেশ চৌধুরী, মুক্তরাম সরখেল, মুক্তরাম সামন্ত ও বাড়ির অন্যান্যদেরকে নিয়ে শনিবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন রাস্তার প্রায় ১৫০০জন পথচারীকে সরবত, মিষ্টি ও জল বিতরণ করেন। তাঁর এই কাজে খুশি পরিবার থেকে পথচারী ও গ্রামের সকলে। এবিষয়ে রানুদেবী বলেন, আমার সেই ইচ্ছাপূরণ হওয়ায় আমিও কথা রেখেছি। গতবছর প্রথম এই কাজ শুরু করি। এবছরও ১৪০০-র লোককে সরবত ও মিষ্টি খাইয়েছি। ভবিষ্যতে প্রতিবছর এই কাজ করে যাব আশা রাখি।

জেটি দুর্ঘটনা ঃ প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ ভদ্রেশ্বর তেলিনিপাড়ায় ফেরিঘাটের দুর্ঘটনায় শনিবার গঙ্গা থেকে আরও এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের দেহ উদ্ধার করলেন উদ্ধারকারীরা। এদিন সকালে চন্দননগর গোন্দলপাড়ায় গঙ্গায় ওই যুবকের দেহ ভাসতে দেখা যায়। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে। মৃতের পরিচয় জানার জন্য হুগলির বিভিন্ন থানায় ছবি পাঠানো হয়েছে। তবে শনিবার বিকাল পর্যন্ত মৃতের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। এদিকে এখনও পর্যন্ত মহম্মদ রসিদ, শুভদীপ দাসসহ আরও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন। প্রশাসন ২৪ ঘন্টাই উদ্ধারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ১১টি স্পিডবোট, ৫টি লঞ্চ গঙ্গা বক্ষের ৫কিমি এলাকাজুড়ে তল্লাশি যাচ্ছে। অন্যদিকে এদিন জেলা শাসক সঞ্জয় বনশাল, জেলা সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, পুলিশ সুপার সুকেশ জৈনসহ জেলার সব পুরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, এডিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এস ডি পি ও, আইসি এবং ওসিদের নিয়ে জেলাশাসকের দপ্তরে যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

টাঁড়ুইয়ে শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট ২নং ব্লকে টাঁড়ুই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪২জন। শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৩জন। অভিযোগ, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিঠুন প্রতিহার মাঝে মাঝেই বিদ্যালয়ের উপস্থিতির খাতায় সাক্ষর করে বিদ্যালয় থেকে চলে যান। বিষয়টি গ্রামবাসীদের নজরে এলে তাঁরা শনিবার এর প্রতিবাদ জানান। এদিনও মিঠুনবাবু সই করে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষিকাকে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নিমাই ঘোষ ক্ষোভ উগরে দেন। এরপরই শিক্ষিকা মিঠুনবাবুকে টেলিফোন করে ডেকে পাঠান। মিঠুনবাবু জানান, তাঁর ছেলের হাত চেপে যাওয়ায় বরফ দেওয়ার জন্য তিনি বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা ঘটবে না বলেও তিনি জানান।

সিঙ্গুরে ট্রাক উল্টে চালকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ শনিবার ভোররাতে হুগলির সিঙ্গুরের বড়া এলাকায় দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়েতে একটি ট্রাক উল্টে মৃত্যু হয় ট্রাক চালকের। মৃতের নাম সেখ সইদুল (২৩)। ট্রাকটি বর্ধমানের দিক থেকে কলকাতায় যাচ্ছিল। প্রচণ্ড গতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়েতে বড়ার ব্রিজের উপর থেকে ৫০ মিটার নিচে পড়ে যায় ট্রাকটি। উল্টে যাওয়ায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ট্রাক চালকের।

বিরল কচ্ছপ উদ্ধার

হুগলির ডানকুনি কালীপুর থেকে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় প্রশান্ত ঘোষ, ধীরেন দাস ও বীরেন দাস নামে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের জেরা করে চণ্ডীতলা ও বর্ধমান থেকে প্রায় ২০০টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করে পুলিশ।

কামারপুকুরে অনুকূল ঠাকুরের মন্দির

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট থানার কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুরে অনুকূল ঠাকুরের মন্দিরের কাজ শুরু হল। মোট ১৭ কাঠা জায়গায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। এই উপলক্ষ্যে অনুকূল ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ সারাদিনব্যাপি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৬ হাজার মানুষকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান

হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার মাঝে ব্রিজের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ হুগলির খানাকুল থেকে মেদিনীপুরের ঘাটাল, মেছেদা, দাসপুরসহ অন্যান্য জায়গায় যাতায়াত করার জন্য সবথেকে সহজ ও কম সময়ে যাতায়াতের রাস্তা হল গড়েরঘাট থেকে রূপনারায়ণ নদী পার হয়ে যাতায়াত করা। তাই খানাকুল এলাকার বেশিরভাগ মানুষ এই পথটি ব্যবহার করে খানাকুলের বিভিন্ন এলাকা থেকে ওই সমস্ত জনবহুল এলাকায় যাওয়া আসা করেন। এই এলাকার রূপনারায়ণ নদীর পূর্বপাড়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের যোদকানুরামগড় ও পশ্চিমপাড়ের গড়েরঘাট গ্রাম। নদী এই দুই ভূখণ্ডকে দুটি জেলায় ভাগ করে দিলেও দুইপাড়ের মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের তাগিদে নৌকা চড়ে এক পাড় থেকে অন্যপাড়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হন বলে অভিযোগ। বিপজ্জনকভাবে নৌকায় যাতায়াত করতে গিয়ে প্রায়শই নৌকাডুবির ঘটনাও ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। ছাত্রছাত্রীরাও একইভাবে স্থানীয় স্কুল কলেজগুলিতে যাতায়াত করে বলে অভিযোগ। বর্ষার সময়, বন্যার সময় নদীর ভয়াবহ অবস্থাকে উপেক্ষা করে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়। এদিকে নদী পাড়ের সমস্যার জন্য কোনও যানবাহন নিয়ে গড়েরঘাট থেকে ঘাটাল এলাকায় যেতে হলে প্রায় ১০০ কিমি ঘুরে কামারপুকুর দিয়ে যেতে হয় বলে জানা গেছে। তাই দুই জেলার মানুষই দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় নদীর উপর একটি ব্রিজ তৈরির দাবি জানিয়ে আসছেন। তাঁদের মতে এই এলাকায় ব্রিজ তৈরি হলে হুগলি জেলার সাথে শুধু পশ্চিম মেদিনীপুর নয়, হাওড়া, কলকাতার সাথেও যোগাযোগের এক দিগন্ত খুলে যাবে। আর তার ফলে দুই জেলার সমাজের সর্বস্তরের মানুষরা উপকৃত হবে। সময় ও রাস্তা কম হলেই কমে যাবে পণ্য আমদানি-রপ্তানির শুল্ক, ফলের বাজারে কমদামে মালপত্র পাওয়া যাবে। এছাড়া খুব সহজে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাতায়াত করা যাবে। কিন্তু প্রায় এক যুগ ধরে স্থানীয় মানুষ এই এলাকায় ব্রিজের দাবি জানিয়ে এলেও কোনও কাজের কাজ হয়নি বলে এলাকাবাসীর ক্ষোভ। সময় পরিবর্তন হয়েছে, সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ব্রিজ তৈরির কাজ প্রতিশ্রুতিতেই থেমে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের ভোট বৈতরণী পার হওয়ার কাজে ব্রিজ তৈরির প্রতিশ্রুতিকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু ব্রিজের কাজ শুরু হয়নি এখনও। ঘটনাপ্রসঙ্গে গড়েরঘাট এলাকার বাসিন্দা মন্টু মণ্ডল বলেন, প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় বার বার এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনও গুরুত্বই দেয়নি। ভোটের সময় সবার দেখা মেলে। কিন্তু ভোট মিটতেই সব শেষ। সাধারণ মানুষের জন্য কেউ ভাবে না। এদিকে খানাকুলের বিধায়ক ইকবাল আহমেদ এপ্রসঙ্গে বলেন, ওই এলাকায় ব্রিজ তৈরির জন্য ইতিমধ্যে মাপজোপের কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের কাজও চলছে। শুধু ওই এলাকায় নয়, খানাকুলের পলাশপাই ও গণেশপুর এলাকাতেও ব্রিজ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। খুব দ্রুত এই ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু করা হবে।